8/6/2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 3 ...

সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা থেকে ॥ বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত সমস্যা নিরসনে টাস্কফোর্স গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি দল ২২ মে এ বিষয়ে কথা বলতে দিল্লী সফর করবে। তার ভিত্তিতেই কলম্বোয় সার্ক সচিব পর্যায় বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দু'দিনের বৈঠকে সার্ক সদস্য সাতটি দেশের পররাষ্ট্রসচিব উপস্থিত থাকবেন। সাধারণ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হবে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনই হবে এই বৈঠকের লক্ষ্য।

সার্কের মহাসচিব নিহাল রডরিগো শুক্রবার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন সার্ক বৈঠক না হওয়ায় সাতটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনেক সমস্যা জমে রয়েছে। কিন্তু সার্কের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক এখনই সম্ভব কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে কলম্বোয় ৮ ও ৯ জুনের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে তা নিয়ে কথা হবে। পাক-ভারত সমস্যার জট খুলতে হলেও সার্ক বৈঠক জরুরী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা মেটাতেও সার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। কলম্বোয় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব চোকিলা আয়ার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে যে পৃথকভাবে কথা বলবেন তা নিয়ে রডরিগো কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, সার্কে সাতটি দেশের সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। সেখানে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে নজর দেবার সুযোগ নেই। তবে পৃথকভাবে দু'টি দেশ যদি আলাদা করে আলোচনা চায়, তাহলে তারা নিজেরা উদ্যোগ নিতে পারে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের পাশাপাশি পাক-ভারত আলোচনা যে হবে তা আগেই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে কথা হবার বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। সম্প্রতি এই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা নতুন করে মাথা চাড়া দেয়ায় এই বৈঠকের বিষয়টি স্থির হয়েছে।

তবে টাস্কফোর্স গঠনের আগে আলোচনার ভিত্তি কি হবে তা স্থির করতে হবে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিকেই সমাধান সূত্র বলে মনে করতে চাইছে। কিন্তু ভারত এ নিয়ে এখনও কোন মত প্রকাশ করেনি। সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হতে পারে। তবে আসাম-মেঘালয় সীমান্তে বিডিআর-এর হাতে ১৬ জন বিএসএফ জোয়ান নিহত হওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। যথাযোগ্য ব্যবস্থা না নেয়ার অভিযোগে বাজপেয়ী সরকারকে তারা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তাই সর্বদলীয় বৈঠক এখনই সম্ভব কিনা বলা যাচ্ছে না।